দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 5.2.84 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

091

# কলিঙ্গ পুরস্কার বিজয়ী ডঃ মুতীর সংবর্ধনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের লিচুবাগানে ইউনেস্কো কলিঙ্গ পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতীকে বিপুল সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় কাঁচকাঁচার মেলা প্রদত্ত এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা বলেনঃ ডঃ মুতী এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

শিল্পী কামরুল হাসানের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

## সংবর্ধনা

(১ম পৃঃ পর)

সভায় এদেশের বিজ্ঞান শিক্ষা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও বিকাশে ডঃ মুতীর অবদানের কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব হাশেম খান, ফয়েজ আহমদ, সরদার ফজলুল করিম, ডঃ মোঃ ইবরাহিম, শামসুজ্জামান খান, রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় কেন্দ্রীয় কাঁচকাঁচার মেলার রাজধানীর বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখার পক্ষ থেকে তাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। কাঁচকাঁচার পক্ষ থেকে তাঁকে একটি মানপত্র এবং এক শিশু শিল্পীর অংকিত আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত একটি ছবি উপহার দেয়া হয়।

জনাব হাশেম খান তাঁর বক্তৃতায় বলেন, এককালে গল্প, এ্যাডভেঞ্চার, শিকার ও ভ্রমণ, কাহিনী পড়ে এদেশের শিশু কিশোররা রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হত। তাঁর 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে' এবং 'অবাক পৃথিবী' —দুটি বিজ্ঞান বিষয়ক শিশু-কিশোর গ্রন্থ দেশের শিশু-কিশোরদের দারুণভাবে প্রভাবিত ও আন্দোলিত করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের ডঃ মোহাম্মদ ইবরাহিম বলেনঃ ডঃ মুতী এদেশের মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক ও আগ্রহী হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

জনাব ফয়েজ আহমদ বলেন, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কোন ব্যবস্থা বা নীতি নেই। নেই উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার অনুভূতি। তিনি বলেনঃ এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ডঃ মুতী মানুষকে বিজ্ঞান শিক্ষায় আহবান করে যাচ্ছেন।

সংবর্ধনার জবাবে ডঃ মুতী বলেন বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া একটি কঠিন কাজ। সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের এই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেনঃ এই জন্য আমাদের বিজ্ঞানের ভিতকে গড়ে তুলতে হবে শক্তভাবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে করতে হবে বিজ্ঞানমুখী।

সভাপতির ভাষণে শিল্পী কামরুল হাসান বলেন যে ডঃ মুতীর এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে জাতি গর্বিত।

একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সংবর্ধনা সভা শেষ হয়।